সভাপতি গোলাম মোস্তফা ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মিন্টু

মেহেরপুর অটো ইজি বাইক মালিক-চালক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার রাতে ভোট গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
মেহেরপুর জেলা ইজিবাইক মালিক চালক সমিতি নির্বাচনে সভাপতি পদে গোলাম মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মাহফুজুর রহমান মিন্টু নির্বাচিত হয়েছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমিনুল ইসলাম খোকন ফলাফল ঘোষণা করেন ।

নির্বাচনে ১৭ টি পদের বিপরীতে তিনটি প্যানেলে ৫১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১২৪৮ জন ভোটারের মধ্যে ১১৩৪ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে গোলাম মোস্তফা (ছাতা) প্রতীক নিয়ে ৪৭৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীব মাসুদ রানা (গরুর গাড়ি) ৩৩৬ ভোট পেয়েছেন। সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে পিন্টু (বই) ৩৮০ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তার নিকটতম প্রার্থী জয়নাল আবেদীন (চাকা) ২৪৭ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে রায়হান মিঠু (মই) ৩১৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী খুরশেদ আলম (দেওয়াল ঘড়ি) ২৬৩ ভোট পেয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে মফলেউর রহমান মিন্টু (চেয়ার),৩৯৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বিল্লাল হোসেন (গোলাপ ফুল) ৩১২ ভোট পেয়েছেন। যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন (মাছ) ৪৫৮ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আব্দুর রকিব (মোরগ) ২২০ ভোট পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রিপন আলি (কলস) ৫১৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী রউফ রিপন (টিউবওয়েল) ২০১ ভোট পেয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে সালা উদ্দিন খোকন (মাইক) ৪৪২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী ইলিয়াস মামুন (হারিকেন) ২২৩ ভোট পেয়েছেন। লাইন সম্পাদক পদে আল-আমিন (মোবাইল ফোন) ৪৬৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী হাসিবুল (পায়রা) ২৩৩ ভোট পেয়েছেন। প্রচার সম্পাদক পদে শামিম আলি (বাঘ) ৪৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি খালেকুজ্জামান খান (হাতি) ৩১৪ ভোট পেয়েছেন। ক্রীড়া সম্পাদক পদে মন্টুমিয়া (ঘোড়া) ৪০৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম

প্রতিদ্বন্দ্ব লালমিয়া (চাঁদ তারা) ২৭৯ ভোট পেয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে রিপন (আম) ৩৫০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বদর উদ্দীন (বৈদ্যুতিকপাখা) ২৩৩ ভোট পেয়েছেন। শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে বদর উদ্দীন (ঘুড়ি)৩৯৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী রফিকুল ইসলাম (উটপাখি) ২৪২ ভোট পেয়েছেন। নির্বাহী সদস্য আব্দুস সাত্তার (হাতুড়ি) ৪৭৬ ভোট,মিনারুল (ট্রাক) ২৯৯ ভোট, রায়হান (মোটরসাইকেল) ২৯৩ ভোট, জহিরুল হক (কুড়াল) ২৯১ ভোট এবং আনোয়ার হোসেন (তবলা) ২৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

ফলাফল ঘোষণার সময় অন্যদের মধ্যে সহকারী নির্বাচন কমিশনার রাহিনুজ্জামান পলেন, অ্যাড. আসাদুজ্জামান, সচিব সাফুয়ান আহমেদ রূপক, সদস্য মিজানুর রহমান হিরণ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া অনুষ্ঠান

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া এবং মুক্তির দাবীতে প্রতিবাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র পৌর ঈদগাহ পাড়াস্থ কার্যালয়ে প্রতিবাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ সাধারণ-সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিকলিয়ার, সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি,জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা স্বপন প্রমুখ। পরে সেখানে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয় ।

[redacted]

[redacted]

সেখানে উপস্থিত দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাসলিমা আক্তার জানান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যৌথ সাইক্লিং অভিযানের একটি টিম ভারতে প্রবেশ করেছে। এতে দুই দেশের সু-সম্র্পক আরও দৃঢ় হবে।

দর্শনা পৌরসভায় আবারো যোগদান আলোচিত হিসাবরক্ষক পলাশের

দর্শনা পৌরসভার আলোচিত হিসাবরক্ষক সৈয়দ রুমি ওরফে পলাশ চেক জালিয়াতির অর্থ ফেরত দিয়ে আবারও যোগদান করেছেন।
চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত দিয়ে গত বুধবার পদ অবনমনের পর ক্যাশিয়ার পদে যোগদান করেছেন। ইতপূর্বে বছরের পর বছর পৌরসভার ট্যাক্স অর্থ আত্মসাৎ ব্যাংক চেকে মেয়র ও প্রকৌশলীর স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলন, আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না দিয়ে ব্যাক্তিগত ব্যাবসায় খাটানো সহ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠায় গত বছরের ৩০ আগষ্ট তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ তদন্তের জন্য পৌরসভার উদ্ধতন কর্মকর্তাদের স্বমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কঠোর গোপনীয়তার মাধ্যমে ওই তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও তাদের কি ধরনের অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে তা বাইরে প্রকাশ করা হয়নি। আবার তদন্ত কমিটির সদস্যরাও মুখ খুলতে চায়নি। তবে তদন্তে প্রমানিত মেয়র ও প্রকৌশলীর সাক্ষর জাল করে আত্মসাৎকৃত ১৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা ইতমধ্যই সাবেক এই হিসাব রক্ষক পৌরসভার ফান্ডে ফেরত প্রদান করেছেন বলে একই সুত্র জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানাগেছে, দর্শনা পৌরসভার ক্যাশিয়ার পদে সৈয়দ রুমি আলম ওরফে পলাশ পৌর চেয়ারম্যান আক্তারুল ইসলামের সময় নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পৌরসভার একাউন্টেন মারা গেলে হিসাবরক্ষক পদে আসিন হন তিনি। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি তাকে।
অভিযোগ রয়েছে মেয়রগনের সরলতার সুযোগ নিয়ে পৌরসভার কর্মচারীদের

দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেতন বাকী থাকলেও বেতন ছাড়ায় পৌর কর্মচারী পলাশ বিপুল টাকার মালিক হয়ে যান। গড়ে তোলেন জ্বালানী খড়ি, ইটভাটা সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ রয়েছে এসবই ছিলো পৌরসভার টাকা। সময়মত ট্যাক্স সহ অন্যান্য টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজে ব্যবহার করতেন। ফলে কর্মচারীদের বছরের পর বছর বেতন হতো না। সেই সাথে তার জন্য শাপে বর হয় দীর্ঘদিন ধরে পৌর সভার সচিব ও প্রকৌশলীর মত গুরুত্বপূর্ন পদ দুটি বছরের পর বছর খালি থাকা। ফলে তিনি একই সাথে সচিবের দায়িত্ব পালন করায় দেখার কেউ ছিলনা। তার বিরুদ্ধে শুধু পৌরসভার বিভিন্ন ট্যাক্সের টাকায় নয় পৌর কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকাও পকটস্থ করার অভিযোগ রয়েছে। এমন কি মারা যাওয়া কর্মচারীদের জন্য দোয়া সাহায্যর টাকাও হতভাগাদের না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় এই সব অভিযোগ নিয়ে দর্শনার মেয়র সহ দায়িত্বশীল লোকজনদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসে। ওই বৈঠকে পলাশকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং সকল দায়িত্ব অন্যদেরকে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়। একই সাথে আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত প্রদান ও বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে একেরপর এক তদবিরের মুখে গত মঙ্গলবার পৌরসভা থেকে তার পদ অবনমন ও সকল সুযোগ সুবিধা বাতিল করে ক্যাশিয়ার পদে ১৪ তম গ্রেডে পদায়ন করে চিঠি ইস্যু করা হয়। এরপ্রেক্ষিতে গত ১৭ নভেম্বর বুধবার আবারো সৈয়দ রুমি আলম ওরফে পলাশ পৌরসভায় যোগদান করেছেন। তবে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের কি সুরাহা হয়েছে তা জানা যায়নি।
এই দূর্ণিতীর পরেও দর্শনা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদান করায় তাকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে।

গাংনীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন আহত

গাংনী উপজেলার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল ও বাঁশবাড়িয়া গ্রামে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন।
আহতরা হলেন,শামসুল আলম (৪৫), মতিয়ার রহমান (৫৯) ও রিপন হোসেন (২২)।
আহতদের মধ্যে শামসুল আলম ও মতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্ ্ের চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন আর রিপন হোসেনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তেরাইল গ্রামে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী গাংনী উপজেলার চেঙগাড়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে শামসুল আলম (৪৫) ও তেরাইল গ্রামের নবিছদ্দীনের ছেলে মতিয়ার রহমান আহত হয়েছেন।
শামসুল আলম মোটরসাইকেলে ছিলেন এছাড়া মতিয়ার রহমান পাখি ভ্যানে ছিলেন।
বাঁশবাড়িয়া গ্রামে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়েছে নাজমুল হুদার ছেলে রিপন হোসেন (২২)।
তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্ের ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে রিপন হোসেনের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জরুরী বিভাগে কর্মরত স্যাকমো সোহাগ হোসেন।

মায়ের হাত ধরে মামার বিয়েতে যাওয়া হলোনা শিশু ইয়াসিনের

মায়ের হাত ধরে মামার বিয়েতে যাওয়া হলোনা শিশু ইয়াসিন আলীর। বিয়ে বাড়ি পৌছানোর আগেই ট্রাকের চাকায় পড়া ইটের টুকরোর আঘাতে প্রাণ গেলো তার।

নিহত ইয়াসিন আলী মেহেরপুর থানাপাড়া বাদশা মিয়ার ছেলে। সে এসএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র।
শুক্রবার বেলা পৌণে একটার সময় মেহেরপুর -মুজিবনগর সড়কের বামনপাড়া কুদরতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শিদের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, মায়ের হাত ধরে মামার বিয়েতে যাচ্ছিল শিশু ইয়াসিন আলী। এসময় মুজিবনগর থেকে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা একটি ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে এক টুকরো ভাঙ্গা ইট পড়ে। ইটের টুকরোটি চাকার

নিচে পড়ে ছিটকে গিয়ে শিশুটির মাথায় আঘাত করে। মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ দেহ তার পরিবারের কাছে দেওয়া হয়েছে বলে জানান ওসি শাহ দারা খান।

গাংনীতে গাঁজাসহ ৬মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১’শ গ্রাম গাঁজাসহ ০৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় ।

আটক আমিরুল ইসলাম (৫৫) একই উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৃত নিয়াজ উদ্দীনের ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে,মেহেরপুর গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে, গাংনী থানার জিআর ৮৩/১৮, মামলা নং-২৫,তাং-১৮-১১-১৯। ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এএসআই মাহাতাব উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে আটক করে।

এ সময় তার কাছ থেকে আরও ১’শ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা বিক্রয়ের ৭’শ টাকা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরো চারটি মাদকের মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

গাংনীতে দুজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন। মোট আক্রান্ত ৬ জন

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুজন রোগী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা নিচ্ছেন। এরা হলেন গাংনী থানাপাড়া এলাকার বানু মন্ডলের স্ত্রী আহাজান নেছা (৭৫) ও গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের মৃত আকছার আলীর ছেলে দোয়াত আলী (৮০)।

গত ১৫ নভেম্বর এরা দুজনে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. এমকে রেজা।

তিনি আরও জানান, এর আগে এ উপজেলার বড় বামন্দী গ্রামের আব্দুল কুদ্দুছের স্ত্রী জেসমিন খাতুন (৩৭), মহিষাখোলা গ্রামের ফরিদ আলীর ছেলে আব্দুল ওহাব (২), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার সোহাগ হোসেনের ছেলে নাজমুল হোসেন (২৬) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে আগের চারজন রোগী এখন সুস্থ বলে জানান তিনি।

বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আহাজান নেছা ও দোয়াত আলীকে নিবীড় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গাংনীর সাহারবাটিতে গাছ থেকে পড়ে শিশু আহত

গাংনী উপজেলার সাহারবাটিতে গাছ থেকে পড়ে মারাত্বক আহত হয়েছে মারুফ হোসেন (৯) নামের এক শিশু। মারুফ হোসেন সাহারবাটি গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার মাসুদ রানার ছেলে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে তার কয়েকজন বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে। মারুফ হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সের চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত মারুফ হোসেনের পিতা মাসুদ রানা জানান, আমার ছোট ছেলে শিমুল হোসেন, মারুফের বন্ধু রাব্বী হোসেনসহ কয়েকজন বন্ধু খেলতে গিয়ে মারুফ একটি ছোট চারা আমগাছে ওঠে। এসময় ডাল ভেঙ্গে নিচে পড়ে যায়। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত স্যাকমো শরিফুল ইসলাম জানান, বর্তমানে শিশুটি সুস্থ্য রয়েছে। তবে তাকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় আহত যুবক

তেরাইল -করমদী সড়কের তেরাইল পশ্চিমপাড়া এলাকায় ধান মাড়াই করা হফারের ধাক্কায় পা হারাতে বসেছেন যুবক জাব্বারুল ইসলাম (৩৫)। জাব্বারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার উত্তর ভরাট গ্রামের ইয়াছুদ্দীন আহমেদের ছেলে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তেরাইল পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ দূর্ঘটনাটি ঘটে। আহত জাব্বারুলের সঙ্গী সহিব হাসান জানান, আহত জাব্বারুল ইসলাম সহ আমরা তিনজন সৌদী যাওয়ার উদেশ্যে মেহেরপুর টিটিসি থেকে তিন দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। আগামী রোববার মেহেরপুর টিটিসি থেকে আমাদের প্রশিক্ষণ সনদ দেবে।

সনদ নিয়ে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ভিসা লাগানোর উদেশ্যে ঢাকাতে যাবো। স্যালো ইঞ্জিনচালিত আলগামনে চড়ে আজকেই বাড়ি ফিরছিলাম আমরা। তেরাইল পশ্চিমপাড়া এলাকায় পৌছানো মাত্রই অপরদিক থেকে আসা ধান মাড়াইকরা হপার ধাক্কা মারে। এতে জাব্বারুল ইসলামের ডান পা ভেঙ্গে যায়।

আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিয়ে আসলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত স্যাকমো শরিফুল ইসলাম জানান, তার পা ভেঙ্গে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।